স্বাক্ষর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
(মাধ্যমিক শাখা)
বিজ্ঞপ্তি

নং ২১৪-এস.ই/এস/১০এম-০১/১৮ তারিখ কলকাতা, ৮ই মার্চ, ২০১৮—যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন-V) (এখানে এর পরে উক্ত আইনটি বলে উল্লেখিত)-এর ধারা ৪৫-এর উপধারা (১)-এর চাহিদা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগ, কনফার্মেশন, আচরণ ও শৃঙ্খলা) নিয়মাবলী, ২০১৮-এর খসড়া বিজ্ঞপ্তিটি এর দ্বারা সম্ভাব্যরূপে প্রভাবিত সকল ব্যক্তিদের কাছ থেকে, এটি প্রকাশ করার ত্রিশ দিনের মধ্যে, আপত্তি ও সুপারিশ আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি নং ৯৮৪-এস.ই/এস./১এ-১০/২০১৭ মারফত ১০ই নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের কলকাতা গেজেট, অসাধারণে পার্ট-I-এ প্রকাশ করা হয়েছিল;

এবং যেহেতু, তার দ্বারা সম্ভাব্যরূপে প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে কিছু আপত্তি ও সুপারিশ পাওয়া গিয়েছিল;

এবং যেহেতু, এরূপ সকল আপত্তি ও সুপারিশগুলি রাজ্য সরকার দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে;

এখন, অতএব, উক্ত আইনটির ধারা ২৭-এর উপধারা (২)-এর ক্লজ (জে) সহ পাঠ্য, ধারা ৪৫-এর উপধারা (১)

এবং উপধারা (২)-এর ক্লজ (ডি) এবং (৩)-এ প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে রাজ্যপাল সানন্দে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রস্তুত করছেন, যথা ঃ—

নিয়মাবলী

১। সংক্ষিপ্ত শীর্ষ ও শুরুয়াত।—এই নিয়মাবলীকে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের নিয়োগ, কনফার্মেশন, আচরণ ও শৃঙ্খলা) নিয়মাবলী, ২০১৮ বলা হবে।

২। সংজ্ঞাদি।—(১) প্রাসঙ্গিক কোনো বৈপরীত্য ব্যতিরেকে, এই নিয়মাবলীতে—

(এ) "আইন" অর্থ পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৬৩ (পশ্চিমবঙ্গ আইন V);

(বি) মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লেষে "অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক" অর্থ জেলার কোনো মহকুমার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা);

(সি) "উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ কমিশনার;

(ডি) কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর চাকুরি সম্পর্কে "নিয়োগের অনুমোদন" অর্থ কোনো মঞ্জুরকৃত পদ বরাবরে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদান করার পরে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, দ্বারা তার নিয়োগের অনুমোদন;

(ই) "পর্ষদ" পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন V)-এর অধীনে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ;

(এফ) "কমিশনার" অর্থ বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ এবং এর মধ্যে পড়বে বিদ্যালয় শিক্ষা নির্দেশক, পশ্চিমবঙ্গ;

(জি) "কমিটি" অর্থ এই নিয়মের ক্লজ (১)-এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লেষে আইনটির ধারা ২-এর ক্লজ (ডি)-এর সংজ্ঞানুযায়ী পরিচালন সমিতি;

(এইচ) "শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ" অর্থ পর্ষদের উপসচিবপদ মর্যাদার নীচে নয় পর্ষদের এমন কোনো অধিকারী যাকে পর্ষদ কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা মামলা চালু করার কর্তৃত্ব প্রদান করেছে;

(আই) "জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক"-এর মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লেষে অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা);

(জে) "সরকার" অর্থ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সরকার;

(কে) "তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই নিয়মাবলীর অধীনে কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগের তদন্ত করার জন্য শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিযুক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কোনো কর্তৃপক্ষ;

(এল) "প্রতিষ্ঠান" অর্থ পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় সেবা আয়োগ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন IV)-এর ধারা ২-এর ক্লজ (এন)-এ দেওয়া সংজ্ঞানুযায়ী কোনো স্কুল এবং "প্রতিষ্ঠানের প্রধান" কথার অর্থ হবে উক্ত আইনটির ক্লজ (জি)-এ দেওয়া সংজ্ঞার অনুরূপ;

(এম) "অসদাচরণ" অর্থ এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কোনো কর্ম বা ত্রুটি-বিচ্যুতি যা একজন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর পক্ষে এই নিয়মাবলীর নিয়ম ৪-এর অধীনে আচরণ এবং শৃঙ্খলার মানের পরিপন্থী;

দ্রষ্টব্য ঃ অসদাচরণের ক্ষেত্রে "শিক্ষক" অর্থ "সহকারি শিক্ষক", "সহকারি প্রধান শিক্ষক বা সহকারি প্রধান শিক্ষিকা" এবং "প্রতিষ্ঠানের প্রধান" যদি না তা অন্যরূপে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়;

(এন) "রাজ্য" অর্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য;

(২) যেসব শব্দ এবং অভিব্যক্তি এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, কিন্তু উক্ত আইনটিতে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেগুলির অর্থ হবে যথাক্রমে আইনটিতে দেওয়া তাদের সংজ্ঞানুসারে।

৩। পর্ষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য।— (১) সরকার বা কমিশনারের কোনো নিয়মাবলী, আদেশ বা নির্দেশ সাপেক্ষে, পর্ষদের নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকবে ঃ—

(এ) কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা এবং সহকারি শিক্ষকগণ এবং গ্রন্থাগারিকসহ অশিক্ষক কর্মীদের নিয়োগ করা;

(বি) প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা বা সহকারি শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিকসহ অশিক্ষক কর্মী যারা প্রবেশনাধীনে ২ (দুই) বছরের সন্তোষজনক এবং নিরবচ্ছিন্ন চাকুরি সম্পূর্ণ করেছে কমিটির সুপারিশে তাদের চাকুরির কনফার্মেশন আদেশ জারি করা। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কমিটির সুপারিশসহ কনফার্মেশনের আবেদন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট মহকুমার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (যেখানে যেমন প্রযোজ্য), মাধ্যমে পর্ষদের নিকট ফরোয়ার্ড করবে;

(সি) পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় সেবা আয়োগ আইন, ১৯৯৭-এর ব্যবস্থাদি অনুসারে প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা বা সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারি প্রধান শিক্ষিকা বা সহকারি শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিকসহ অশিক্ষক কর্মীদের স্থানান্তরের সুপারিশ কার্যকরী করবে;

(ডি) শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা মামলার পদক্ষেপ নেবে;

(ই) কমিশনারের নিকট থেকে রাজ্যের মঞ্জুরকৃত শিক্ষক এবং অশিক্ষক পদের শূন্যতা রিপোর্ট সংগ্রহ করবে যাতে

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় সেবা আয়োগের সুপারিশ অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকসহ অশিক্ষক কর্মীর এরূপ শূন্য পদগুলি পূরণ করা যায়;

(এফ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকসহ অশিক্ষক কর্মীপদগুলির ক্ষেত্রে নিয়মানুসারে সংরক্ষণ রোস্টার রক্ষা করবে।

(২) শিক্ষার স্বার্থে পর্ষদ সরকার এবং বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনারের অন্য কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ পালন করবে।

৪। প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের আচরণ ও শৃঙ্খলার মান।—

(১) কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী এমনভাবে আচরণ করবে না যা কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর পক্ষে অশোভন ও বেমানান এবং প্রতিষ্ঠান, রাজ্য বা রাষ্ট্রের সম্মানহানিকর।

(২) প্রত্যেক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে বা কোনো জনস্থানে জুয়া খেলা, নেশার পানীয় বা ড্রাগস্ বা ধূমপানে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আইন কঠোরভাবে মেনে চলবে।

ব্যাখ্যা—এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যের জন্য "জনস্থান" কথাটির অর্থ কোনো স্থান বা ভবন প্রাঙ্গণে (যানবাহনাদিসহ) যেখানে মূল্য দিয়ে বা না দিয়ে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে।

(৩) কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারি তার পদ সংক্রান্ত কর্তব্যাদি সম্পাদনে কখনও তার ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা, যদি থাকে, পরিচালিত হবে না যাতে তার পদ সংক্রান্ত এরূপ কর্তব্য নিষ্পাটনে প্রভাব পড়ে।

(৪) এই নিয়মাবলীতে অন্যভাবে দেওয়া ব্যবস্থাদি ব্যতিরেকে, কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী কোনোরূপ ব্যবসা, বাণিজ্য, উদ্যোগ বা টাকা ধার দেওয়ার কারবারের সাথে জড়িত হবে না এবং তার চাকুরি ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো চাকুরিতে যোগ দেবে না বা এরূপ কোনো ব্যবসায়, কারবার বা উদ্যোগে সাহায্য করার জন্য তার পদকে ব্যবহার করবে না।

অবশ্য, কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী, কমিটির অনুমতি নিয়ে, প্রতিষ্ঠানে তার কর্তব্যকর্মের হানি না করে, কোনো সামাজিক বা দাতব্য ধরনের সাম্মানিক কাজে যোগ দিতে পারে।

(৫) একজন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী, কমিটির অনুমতি নিয়ে এককভাবে বা অন্যদের সঙ্গে সংযুক্তভাবে বই লেখা বা প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে ও তার জন্য সংগত হারে পারিশ্রমিক নিতে পারে এবং এরূপ পারিশ্রমিকের উপযুক্ত হিসাব তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমীপে পেশ করতে হবে।

শর্ত থাকছে যে এরূপ কাজের মধ্যে পর্ষদ বা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নোত্তর, নোট বই বা সহায়িকা পুস্তকাদির প্রকাশনা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(৬) কোনো শিক্ষক ব্যক্তিগত লাভের জন্য কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশনে জড়িত হবে না। অবশ্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা আয়োজিত প্রতিকারমূলক শিক্ষণে শিক্ষক সহযোগিতা করবে।

(৭) কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী তার বাড়ির কাজে বা তার ব্যক্তিগত কোনো কাজে কোনো অধঃস্তনকে ব্যবহার করবে না।

(৮) প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিষ্ঠানটির লেখাপড়া এবং প্রশাসনিক উৎকর্ষতার জন্য সমষ্টিগতভাবে কাজকর্মে অনুশীলন, উন্নতিসাধন ও প্রোৎসাহন করবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান দ্বারা আয়োজিত অভিভাবকদের বৈঠকে হাজিরা দেবে।

(৯) কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে তার অভিভাবকের অনুমতি বিনা কোনো প্রাইভেট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে বলবে না যদি তা কোনো ছুটির দিনে অনুষ্ঠিত হয় এবং কাজের দিনে তা অনুষ্ঠিত হলে সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমতি নিতে হবে।

শর্ত থাকছে যে যদি অভিভাবক বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, এরূপ অংশগ্রহণে অনুমতি দেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষার্থীটি তার অভিভাবকের কাছে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তার নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মঙ্গলের জন্য দায়ী থাকবে।

আরও শর্ত থাকছে যে কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানটি অংশ নিচ্ছে এমন কোনো প্রোগ্রামে অংশ নিতে জোর করবে না।

(১০) প্রত্যেক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মিত হাজিরা, প্রার্থনা জমায়েতে হাজিরা, নির্ধারিত ক্লাসগুলি নেওয়া, পাঠ্যসূচী শেষ করা এবং অন্যান্য নির্দেশ সম্বলিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারিকৃত আদেশ এবং পরিপত্রাদি মান্য করবে।

(১১) কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী মঞ্জুরকৃত ছুটি বিনা অনুপস্থিত হবে না বা ছুটির মেয়াদ শেষে কাজে না ফেরা বা কাজের সময়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিনা অনুমতিতে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করবে না।

(১২) প্রত্যেক শিক্ষকের প্রশ্নপত্র তৈরি করা, উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করা, মার্কশীট প্রস্তুত করা ও নজরদারি করাসহ প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা তাকে ন্যস্ত করা কর্তব্যগুলি তার সর্বোত্তম ক্ষমতানুসারে নিষ্পাটন করবে। প্রত্যেক অশিক্ষক কর্মী মসৃণভাবে প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত করার কাজে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করবে। কোনোরূপ অসৎ কাজে শিক্ষার্থীদের অন্যায্য কাজকর্মে কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, মদতদান এরূপ শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর পক্ষে অসদাচরণ বলে ধরা হবে।

(১৩) মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত অধিকারি দ্বারা ন্যস্ত করা কর্তব্য প্রত্যেক

শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী সম্পাদন করবে। প্রত্যেক শিক্ষক পর্যদ বা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে তারা যদি ন্যস্ত করে তবে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করবে এবং সে কাজে তাদের দ্বারা নির্ধারিত পথনির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করবে।

(১৪) একজন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী, প্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমোদনে, উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি ছাড়াও অন্য পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে, এরূপ পরীক্ষা পরিচালনাকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা ন্যস্ত করা কর্তব্য সম্পাদন করবে। এরূপ পরীক্ষাগুলিতে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী সেই বাবদ মঞ্জুরকৃত পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে।

(১৫)(এ) প্রত্যেক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী, কমিটি অনুমতি দিলে, রাজ্য সরকার বা পর্যদ বা পরিষদ বা তার প্রতিষ্ঠান দ্বারা শিক্ষা বা সংস্কৃতি বা নৈতিক মূল্যবোধের প্রসারের জন্য আয়োজিত প্রোগ্রামগুলিতে অংশগ্রহণ করবে এবং কর্মশালা বা সেমিনার ইত্যাদিতে হাজিরা দেবে যখনই উপরোক্তদের দ্বারা সেগুলি আয়োজিত হবে।

(বি) প্রত্যেক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবসের মতো জাতীয় প্রোগ্রামগুলিতে এবং নাটক, খেলাধুলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা আনন্দপূর্ণ শিখন এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করার স্বার্থে তার সর্বোত্তম সক্ষমতা অনুসারে সমর্থন প্রসারিত করবে।

(১৬) কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী কোনো শিক্ষার্থীকে এমন কোনো শাস্তি দেবে না যা কোনো আইন বা সরকারি আদেশের অধীনে নিষেধ। প্রত্যেক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী শিক্ষার্থীদের আচরণ সামলানোর ক্ষেত্রে অতীব যত্নশীল হবে যাতে শিক্ষার্থীর কোনোরূপ মানসিক বা শারীরিক আঘাত না ঘটে। প্রত্যেকটি শিক্ষক, প্রয়োজন হলে, শিক্ষার্থীদের প্রতি সংশোধনমূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সহশিক্ষক, প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং অভিভাবকের সাহায্য নেবে।

(১৭) প্রত্যেক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী চেষ্টা করবে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে অন্যান্য শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী ও শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক ও পরিচালন কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে একটি পারস্পরিক সশ্রদ্ধ পরিবেশ তৈরি এবং রক্ষা করার জন্য। কোনো শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী কোনো শিক্ষার্থীকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনোরূপ সহিংস, বিদ্বেষপূর্ণ, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাস বা সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য প্ররোচনা দেবে না বা প্রভাবিত করবে না এবং কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হবে না যা ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, সম্প্রদায়, জীবিকা ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে।

(১৮) যদি প্রতিষ্ঠানটি মৌলিক শিক্ষা প্রদান করে, তাহলে প্রত্যেক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী, মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কিত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষায় শিশু অধিকার আইন, ২০০৯ দেওয়া আইনের ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ ও মান্য করবে।

(১৯) প্রত্যেক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী কোনো আইন বা নিয়মাবলী বা সরকারি আদেশ দ্বারা তাকে ন্যস্ত করা কর্তব্যগুলি নিষ্পাটন করবে।

(২০) প্রত্যেক সহকারি শিক্ষক শিক্ষার স্বার্থে সরকার বা বিদ্যালয় শিক্ষা নির্দেশক বা পর্যদ বা জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট মহকুমার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদশর্ক বা কমিটি বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সহকারি প্রধান শিক্ষক বা সহকারি প্রধান শিক্ষাকার, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, কোনো সাধারণ বা সুনির্দিষ্ট আদেশ পালন করবে।

(২১) প্রত্যেক সহকারি শিক্ষক বা সহকারি প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা বা অশিক্ষক কর্মী, সরকার দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বছরে একবার, প্রতি বছর সর্বশেষ ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকার কাছে সেই বছরের ১লা জানুয়ারিতে তার সম্পত্তির একটি ঘোষণাপত্র জমা দেবে যে সেটি একমাসের মধ্যে স্ব-স্ব জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট মহকুমার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সমীপে অগ্রসারিত করবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার সম্পত্তির ঘোষণাপত্র জেলা বা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, কাছে পেশ করবে।

(২২)(এ) প্রত্যেক শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী, ঐ সময়ে বলবৎ নিয়মাবলী, নিয়মবিধি বা আদেশ সাপেক্ষে এবং কমিটির অনুমোদনে লোকসভা, বিধানসভা, স্থানীয় সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা বা সেচ্ছাসেবী সংস্থায় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করাসহ যে-কোনো গণতান্ত্রিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে।

(বি) প্রত্যেক শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী তাদের শিক্ষাগত, জীবিকাগত বা চাকুরির স্বার্থে অ্যাসোসিয়েশন গঠন করতে পারে।

(২৩) প্রত্যেক শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী কোনো পরীক্ষায় বসার জন্য কমিটির অনুমোদনসহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট মহকুমার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, মাধ্যমে পর্যদের কাছে আবেদন পেশ করবে।

(২৪) প্রতিষ্ঠানের প্রধান পর্যদ দ্বারা জারিকৃত নিয়োগ বা স্থানান্তরণের আদেশানুসারে, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, কোনো প্রার্থীকে নতুন নিয়োগ বা স্থানান্তরণে সহকারি শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিকসহ অশিক্ষক কর্মী পদে যোগদান করতে দেবে।

অবশ্য যদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান, তার নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো পরিস্থিতির কারণে, প্রতিষ্ঠানটিতে প্রার্থীকে যোগদান করতে দিতে অপারগ হয় তাহলে সে যে পরিস্থিতি তাকে ঐ প্রার্থীকে যোগদান করতে দেওয়ায় বাধা দিয়েছে তা ব্যাখ্যা

করে একটি কারণ সম্বলিত আদেশ জারি করবে এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট মহকুমার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় সেবা আয়োগের আঞ্চলিক দপ্তরে জানাবে। এরূপ আদেশের একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকেও পাঠাবে।

৫। **শৃঙ্খলা শাস্তি মামলা।**—(১) কমিটি বা প্রশাসক বা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর অসদাচরণ সম্পর্কিত অভিযোগ প্রাপ্তির পরে পর্ষদ বিদ্যালয় উপ-পরিদর্শকের নীচে নয় এমন কোনো অধিকারিকে শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারিটির বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত চালানোর জন্য কর্তৃত্ব দিতে পারে।

(২) যদি ঐ প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে প্রথম দর্শনে অসদাচরণের বিষয় প্রকাশ পায় তাহলে পর্ষদ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে তাকে তার কর্ম বা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ, ঐ নোটিশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে পেশ করার জন্য জারি করবে।

(৩) কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তরে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা যদি সন্তোষজনক না হয় তাহলে শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা শাস্তি মামলা শুরু করবে।

শর্ত থাকছে যে অভিযোগে বর্ণিত অসদাচরণ পর্ষদের গোচরে আসার দিন থেকে তিন বছর অতিক্রম করে গেলে কোনো শৃঙ্খলা শাস্তি মামলা শুরু করা যাবে না। অবশ্য এই সময়কাল উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমোদনে প্রসারিত করা যাবে।

আরও শর্ত থাকছে যে, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর ক্ষেত্রে যদি অসদাচরণের বিষয়টি তার অবসরগ্রহণ করার পরে পর্ষদের গোচরে এসে থাকে তাহলে রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে অবসর গ্রহণ করার তারিখের থেকে তিন বছর সময়কালের মধ্যে শৃঙ্খলা শাস্তি মামলা শুরু করা যাবে।

(৪) শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর দ্বারা কৃত স্বীকৃতি বা দোষের স্বীকারোক্তিসহ অসদাচরণের অভিযোগের বিবরণ-সম্বলিত করে অভিযোগপত্র গঠন করবে এবং তৎসহ সংযোজনীতে থাকবে নথিপত্রাদির তালিকা এবং সাক্ষীদের তালিকা যার দ্বারা এবং যাদের দ্বারা উক্ত অভিযোগ/গুলি প্রমাণ করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

(৫) সকল ক্ষেত্রে তদন্তের উদ্দেশ্যের জন্য, শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ অভিযোগ/গুলির তদন্ত করার জন্য একজন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করে একটি লিখিত আদেশ জারি করবে এবং সেই আদেশের সাথে সংযুক্ত করবে অভিযোগপত্রটির একটি প্রতিলিপির সাথে সমস্ত সংযোজনী এবং অন্যান্য সকল নথিপত্র। শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ মামলাটির উপস্থাপনার জন্য একজন উপস্থাপনা অধিকারিও নিয়োগ করতে পারে এবং সেই আদেশের সাথেও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপিসহ সমস্ত সংযোজনী এবং অন্যান্য সকল নথিপত্রাদি সংযুক্ত করবে।

(৬) শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটির দ্বারা কৃত স্বীকৃতি বা দোষের স্বীকারোক্তি ও তৎসহ সংযোজনীতে দেওয়া নথিপত্রাদির তালিকা এবং সাক্ষীদের তালিকা যার দ্বারা এবং যাদের দ্বারা অভিযোগগুলি প্রমাণ করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে তা সংযুক্ত করে অভিযোগপত্রের একটি প্রতিলিপি শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটির হাতে ধরাবে এবং সে যদি অভিযোগ/গুলি স্বীকার না করে তাহলে অভিযোগপত্রটি পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে তদন্তকারি কর্তৃপক্ষের কাছে তার লিখিত কৈফিয়ত পেশ করার নির্দেশ দেবে। যদি সে কোনো অভিযোগ/গুলি সম্পর্কে তার দোষ স্বীকার করে তবে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ সেই স্বীকারোক্তি রেকর্ড করবে, স্বাক্ষর করবে এবং তার উপর ঐ শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে। তারপরে তদন্তকারি কর্তৃপক্ষ, ঐ শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটি যে অভিযোগ/গুলিতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে সে সম্পর্কে প্রাপ্ত অপরাধের একটি রিটার্ন পাঠাবে।

(৭) শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী, যার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা শাস্তি মামলা শুরু করা হয়েছে, তারপক্ষে মামলাটির উপস্থাপনার জন্য অন্য কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীসহ) সাহায্য নিতে পারে এবং শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ মামলাটির পরিস্থিতি বিবেচনায় তাকে, এ জন্য, একজন পেশাদার উকিল নিয়োগ করার অনুমতিও দিতে পারে।

(৮) তদন্তকারি কর্তৃপক্ষ, তদন্তের উদ্দেশ্যের জন্য,—

(এ) শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটি বা স্বাক্ষী বা অন্যান্য ব্যক্তিকে, নোটিশে নির্ধারিত করে দেওয়া দিনে, শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ জারি করবে;

(বি) লিখিতভাবে কারণ রেকর্ড করে শুনানি মুলতুবি করতে পারে;

(সি) প্রয়োজনীয় নথিপত্রের সন্ধান পেলে বা এরূপ নথিপত্র যার জিম্মায় রয়েছে তাকে নোটিশ দিয়ে সেগুলির জন্য তলব জানাতে পারে;

(ডি) তদন্তটি যথাযথভাবে এবং শীঘ্র নিষ্পাটনের জন্য দরকারি পদক্ষেপ নিতে পারে।

(৯) তদন্ত শেষ করার পরে, তদন্তকারি কর্তৃপক্ষ অভিযোগ/গুলি, সেগুলির সম্পর্কে শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটির কৈফিয়ত, প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে সাবুদগুলির মূল্যায়ন, প্রত্যেকটি অভিযোগের জন্য কারণসহ তার রায় সম্বলিত একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে তা শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষকে পাঠাবে।

(১০) শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ তদন্তকারি কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করবে এবং কারণ লিপিবদ্ধ করে কেসটির আরও তদন্ত করে রিপোর্ট করার জন্য তদন্তকারি কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত পাঠাতে পারে এবং তদন্তকারি কর্তৃপক্ষ তার পরে এই নিয়মাবলীতে নির্ধারিত ব্যবস্থাদি অনুসারে, যথাসম্ভব, আরও তদন্ত চালাতে পারে।

(১১) যদি শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ অভিযোগগুলির উপর প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচার করে, এই অভিমত পোষণ করে যে, নিয়ম ৯-এ নির্দিষ্টকৃত যে-কোনো শাস্তি ধার্য করতে হবে তবে সে মামলা সম্পর্কে উপযুক্ত আদেশ জারি করবে;

অবশ্য যদি শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ অভিযোগগুলির উপর প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচার করে, এই অভিমত পোষণ করে যে, নিয়ম ৯(২)(এ) ব্যতীত নিয়ম ৯(২)(এ) নির্দিষ্টকৃত যে-কোনো শাস্তি ধার্য করতে হবে তাহলে সে অপরাধী শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটিকে তদন্তকারি কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের একটি প্রতিলিপি ধরিয়ে প্রস্তাবিত শাস্তি এবং তার কারণ উল্লেখ করে একটি নোটিশ দেবে যে যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে প্রস্তাবিত শাস্তির বিরুদ্ধে তার আবেদন পেশ করার জন্য, তার পরে শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদন বিচার করার পরে, উপযুক্ত আদেশ জারি করবে;

আরও শর্ত থাকছে যে, শাস্তির আদেশটিতে শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিচার কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে তথ্য দেবে;

এটাও শর্ত থাকছে যে, তদন্তে যদি অভিযোগ প্রমাণিত না হয় তাহলে শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ স্বীকার্য চাকুরির সুবিধাদি সম্পর্কে উপযুক্ত আদেশ জারি করবে।

(১২) পর্ষদ যদি কোনো কারণে বিশ্বাস করে যে কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর দ্বারা কোনো অসদাচরণ সংঘটিত হয়েছে তাহলে সে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেই শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা শাস্তি মামলা শুরু করতে পারে। প্রতিটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলার ক্ষেত্রে, একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাতেই হবে এবং তার পরে এখানে উপরে উল্লেখিতভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে।

(১৩) সকল ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ তদন্তকারি কর্তৃপক্ষকে নিয়োগ করার দিন থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করবে।

৬। সাসপেনশন।—পর্ষদ, নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে সাসপেনশনের আদেশ জারি করতে পারে ঃ

(এ) যদি শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীটি ৪৮ ঘণ্টার অধিক সময়ের জন্যে আটক থাকে; অথবা

(বি) কোনো অসদাচরণের অভিযোগের জন্য; অথবা

(সি) যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীকে সাসপেনশনে না পাঠানো হয় তাহলে স্বাক্ষ্য প্রমাণে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা তা নষ্ট করা হতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী মূলতুবি বা অভিপ্রেত শৃঙ্খলা শাস্তি মামলায় অবৈধ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

(২) সাসপেনশনের সকল ক্ষেত্রেই একটি শৃঙ্খলা শাস্তি মামলা, নিয়মাধীনে যেরূপ প্রয়োজন সেই মতো ভাবে সজ্জিত করে সমাপ্ত করতে হবে।

(৩) তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির দিন থেকে নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে যদি শৃঙ্খলা শাস্তি মামলা শুরু বা অভিপ্রেত না করা যায় অথবা যদি শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটি জামিনে খালাস পায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীকে তার কর্তব্যকর্মে পুনরায় যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে এই শর্তসাপেক্ষে যে শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটির এরূপ কাজে যোগদান প্রতিষ্ঠানটির স্বাভাবিক কাজকর্মে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না;

শর্ত থাকছে যে, সাসপেনশনের সময়কালে সাবসিসট্যান্স ভাতা ছাড়া বার্ষিক বেতনের ইনক্রিমেন্ট, কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীমের সুবিধা, বেতন সংশোধনের সুবিধা, সরকার দ্বারা ঘোষিত অন্য কোনো সুবিধা, চূড়ান্ত পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি প্রদান করা যাবে না;

আরও শর্ত থাকছে যে যদি কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী কোনো আইনি আদালতে কারারুদ্ধ থাকার শাস্তি সহ দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তার চাকুরি খতম করা হবে এবং নিয়োগকারি কর্তৃপক্ষ সরকারের অন্যরূপ কোনো আদেশ না থাকলে সেই মর্মে একটি আদেশ জারি করবে। যদি এরূপ কোনো ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পেনশন ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়ে থাকে তাহলে সরকার উপযুক্ত মনে করলে পেনশন প্রদান আটকে দিতে পারে।

৭। সাসপেনশনের সময়কালে সাবসিস্ট্যান্স ভাতা।—পর্ষদ, সরকারের সম্পর্কিত কোনো আদেশ বা নির্দেশের সাপেক্ষে, কোনো প্রতিষ্ঠানের সাসপেনশনের অধীনে স্থাপিত কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীকে নিম্নলিখিত হারে সাবসিস্ট্যান্স ভাতা দেওয়া অনুমোদন করতে পারে।

কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী যে সাসপেনশনের অধীনে স্থাপিত হয়েছে বা এই নিয়মাবলীতে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে সাসপেনশনাধীনে রয়েছে বলে গণ্য করা হচ্ছে, সে, যে পরিস্থিতির দরুনই ঐ সাসপেনশন ঘটে থাকুক না কেন তা নির্বিশেষে, সাসপেনশনে থাকার সময়কালে, সাসপেনশনে যাবার অব্যবহিত পূর্বে যে বেতন ও ভাতাদি তুলত তার পঞ্চাশ (৫০) শতাংশ হারে সাবসিস্ট্যান্স ভাতা লাভ করার যোগ্য হবে।

শত থাকছে যে সাসপেনশনের সময়কাল যেখানে নব্বই (৯০) দিন অতিক্রম করে যাচ্ছে সেখানে নব্বই (৯০) দিনের পরে, সাসপেনশনে পড়ার অব্যবহিত পূর্বে সে যে বেতন ও ভাতাদি তুলত তার সাবসিস্ট্যান্স ভাতা সেই অঙ্কের পঁচাত্তর (৭৫) শতাংশে উন্নীত করা হবে।

আরও শর্ত থাকছে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো সাবসিস্ট্যান্স ভাতা লাভ করার যোগ্য হবে না যদি সে সাসপেনশনের সময়কালে অন্য কোথাও চাকুরি গ্রহণ করে;

এটাও শর্ত থাকছে যে শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীটি কোনো প্রতিরোধমূলক আটক আইনাধীনে যেখানে কারাগারে আটক থাকছে সেক্ষেত্রে এখানে পূর্বে উল্লেখিত স্বীকার্য সাবসিস্ট্যান্স ভাতা থেকে সেই সময়ে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন বা নিয়মাবলীর অধীনে আটক ব্যক্তিকে যদি কোনো ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে; তা কেটে নেওয়া হবে।

৮। পদে পুনঃস্থাপন এবং চাকুরি ও বেতন স্থিরীকরণের ক্ষেত্রে সাসপেনশনের সময়কালকে গণ্য করা।—সরকারের কোনো আদেশ বা নির্দেশ সাপেক্ষে, পর্ষদ, পদে পুনঃস্থাপনের একজন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর সাসপেনশনের সময়কালকে তার চাকুরির সময়কাল হিসাবে গণ্য করবে এবং তার বেতন স্থির করবে ঃ

শর্ত থাকছে যে যদি চাকুরির সময়কাল গণনা এবং বেতন স্থিরীকরণ উত্তর বিচার কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিবর্তন করা হয় তাহলে পর্ষদ, উত্তর বিচার কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত সুবিধাদি অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবে।

৯। শাস্তিগুলি।—(১) যদি কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীকে অসদাচরণের দোষে দোষী পাওয়া যায় তাহলে শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ, যেক্ষেত্রে অসদাচরণটি গুরুতর বা অপরাধমুলক ধরণের নয়, সেখানে এরূপ অসদাচরণ সংশোধনের জন্য সংগত সুযোগ দান করতে পারে এবং তাকে একটি লিখিত সতর্কবার্তা দিতে পারে।

(২) শৃংখলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষ, শৃঙ্খলা শাস্তি মামলার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণের পরে, একজন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীকে একটি চূড়ান্ত আদেশ দ্বারা, নিম্নে উল্লেখিত এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করতে পারে ঃ

(এ) ভর্ৎসনা করা;

(বি) এক বা একাধিক (তিনটির বেশি নয়) বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট আটকে দেওয়া;

(সি) কেরিয়ার অ্যাড্‌ভান্সমেন্ট স্কিমের সুবিধাদি বন্ধ করা;

(ডি) পেনশন বা গ্র্যাচুইটির অঙ্ক কেটে নেওয়া;

(ই) উপযুক্ত হারে পেনশনের সুবিধাসহ বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া;

(এফ) চাকুরি থেকে অপসারণ; অথবা

(জি) চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা, যা সাধারণভাবে ভবিষ্যতে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী হিসাবে চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে এটি অযোগ্যতা বলে গণ্য হয়।

দ্রষ্টব্য ১।—শাস্তিগুলি হবে অসদাচরণের গুরুত্বের অনুপাতে।

দ্রষ্টব্য ২। ভর্ৎসনা ছাড়া সকল শাস্তিই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর সেবা পুস্তিকায় তোলা হবে এবং এই সম্পর্কিত লিপিবদ্ধকৃত রেকর্ডটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দ্বারা সহ-স্বাক্ষরিত হবে।

১০। অ্যাপিল।— (১) কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী, এই নিয়মাবলীর নিয়ম ৯(২)-এর অধীনে যে-কোনো শাস্তি বিধান করার চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষের কাছে অ্যাপিল পেশ করতে পারে;

(২) অ্যাপিল করার সময়সীমা—চূড়ান্ত আদেশ প্রাপ্তির দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে অ্যাপিল পেশ করতে হবে ঃ

অবশ্য উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হয় যে অ্যাপিলকারির সময় মধ্যে অ্যাপিল পেশ না করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কারণ রয়েছে তাহলে সে উক্ত সময়সীমা সমাপ্ত হওয়ার পরেও অ্যাপিলটি গ্রহণ করতে পারে।

(৩) অ্যাপিলের ফরম্যাট ও বিষয়বস্তু—

(এ) অ্যাপিল পেশকারি প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথকভাবে তার নিজের নামে অ্যাপিল করবে।

(বি) যে কর্তৃপক্ষের কাছে অ্যাপিলটি যাওয়া উচিত তার কাছেই অ্যাপিল পেশ করতে হবে। সাথে সাথে অ্যাপিলকারি যার আদেশের বিরুদ্ধে অ্যাপিল করা হচ্ছে সেই কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রতিলিপি পাঠাবে। অ্যাপিলের সঙ্গে থাকবে সেই সমস্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্যাদি এবং যুক্তি যেগুলির উপর অ্যাপিলকারি নির্ভর করে এবং তার মধ্যে কোনো অসম্মানজনক বা মার্জিত ভাষা থাকবে না এবং তা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

(সি) যে কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে অ্যাপিলটি পেশ করা হয়েছে সে অ্যাপিলের প্রতিলিপিটি পাওয়ার পরেই, উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করে, তার মন্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ তা উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে।

(৪) কোনো অ্যাপিলের ক্ষেত্রে, উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষ অ্যাপিলটি পেশ করার দিন থেকে ৯০ দিনের মধ্যে সেটির নিষ্পাটন করবে এবং অ্যাপিলকারি ও শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষকে শুনানির জন্য সংগত সুযোগ দান করে একটি উপযুক্ত আদেশ জারি করবে। উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষ তার সিদ্ধান্তের একটি সার্টিফায়েড প্রতিলিপি অ্যাপিলকারিকে প্রদান করবে।

শর্ত থাকছে যে যদি উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা শাস্তিদায়ক কর্তৃপক্ষের আদেশে কোনো রদবদল করে তবে উত্তর বিচারকারি কর্তৃপক্ষের আদেশই হবে চূড়ান্ত।

১১। ব্যাখ্যা এবং শিথিলকরণ।— এই নিয়মাবলীর কোনো ব্যবস্থার ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠলে, এরূপ প্রশ্নটি সরকারের কাছে পাঠাতে হবে এবং সে বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। এই নিয়মাবলীর কোনো কিছুই, কোনো কেসের/গুলির ন্যায়সঙ্গত এবং সমভাবে নিষ্পত্তির স্বার্থে এই নিয়মাবলীর কোনো শর্ত বা ব্যাপ্তিকে শিথিলকরণের জন্য রাজ্যপালের ক্ষমতাকে খর্ব বা সীমাবদ্ধ করতে পারবে না।

রাজ্যপালের আদেশে,
ডি. নারিয়ালা
মুখ্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।